শিল্পে এক নম্বর হতে আমাদের [illegible]

শিল্পায়নের

স্বপ্ন সফল হতে চলেছে

পশ্চিমবঙ্গবাসীর দীর্ঘকালের স্বপ্নকে সফল করতে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের শিল্পায়নে এনেছে অপ্রতিরোধ্য গতি। গড়ে উঠেছে ৫১৭০ কোটি টাকার হলদিয়া পেট্রোরসায়ন প্রকল্প ও রাজ্যের মধ্যে ৩৭০টি অনুসারী শিল্পসংস্থা সহ মোট ৪১১টি অনুসারী শিল্প স্থাপিত হয়েছে। ফলতা শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্র গড়ে ওঠার পাশাপাশি সুসংহত হয়েছে দুর্গাপুর আসানসোল শিল্প এলাকা। তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সল্টলেক বৈদ্যুতিন কমপ্লেক্স, নির্মীয়মাণ কলকাতার সন্নিকটে ওয়ার্ল্ড লেদার কমপ্লেক্স, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, খড়্গপুর টেক্সটাইল কমপ্লেক্স। এছাড়াও দেশে প্রথমবার অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করেছে বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যের শিল্পায়নকে ব্যাপকতর করতে ও বন্ধ কারখানা খুলতে উৎসাহ প্রকল্পও কার্যকর হচ্ছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে।

রাজ্যে শিল্পোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- ১৯৯১-২০০০ সালের ২৪৬৫টি শিল্প প্রকল্প গৃহীত, বিনিয়োগ ৫৪৮৫৭ কোটি টাকা
- ইতিমধ্যে ৪৫৯টি প্রকল্প উৎপাদন শুরু করেছে, লগ্নি ১৭৫৮০.৬৬ কোটি টাকা
- রাজ্যের সামগ্রিক শিল্পায়নের সূচকের বৃদ্ধির হাত বর্তমান বছরে ৭.৩ শতাংশ যা সর্বভারতীয় শিল্প সূচক বৃদ্ধির হার (৫.৮ শতাংশ)-এর থেকে অনেক উঁচুতে
- এ পর্যন্ত তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ১৬০টি সংস্থা, রপ্তানি প্রায় ৭০০ কোটি টাকা
- ১৭টি জেলা সদরে ফাইবার অপটিক কেবল মারফৎ যোগাযোগের প্রকল্প অনুমোদিত
- আগামী ৫ বছরে আরও ৮ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা
- ক্ষুদ্র শিল্পের সীমা ১-৩ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব অনুমোদিত
- ২৭টি রুগ্ণ শিল্পের সরকারী ত্রাণে পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা
- দেশে প্রথম ৩০ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ। শিল্প উৎসাহ প্রকল্পে বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা
- সম্প্রতিকালের মুখ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে ৫১৭০ কোটি টাকার হলদিয়া পেট্রোরসায়ন
- ডানকুনিতে ৩০০ কোটি টাকায় কোল্ড রোলিং প্রকল্প স্থাপন
- সাঁকরাইলে অম্বুজা সিমেন্টে ১২০ কোটি টাকার সিমেন্ট গ্রাইন্ডিং ইউনিট চালু
- মিৎসুবিশি কর্পোরেশনের ১৬০০ কোটি টাকার পি টি এ প্ল্যান্ট
- ইস্টার্ন বাইপাসে আই টি সি-র ২০০ কোটি টাকার হোটেল প্রকল্প

আই সি এ/অ্যাড-মুভ/শিল্প/৬১/২০০১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Regd. No. RN/37318/81 MARXBADI PATH November, 2001, Vol. 21. No.2

একনজরে গ্রামীণ উন্নয়ন

- ভূমিসংস্কারের ফলে এরাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৭৭ সালের ৬০·৫ শতাংশ থেকে কমে ৯৭-তে হয় ২৫ শতাংশ, এখন তা আরও কমেছে ২০ শতাংশের নিচে
- ১০·৪৮ লক্ষ একর ন্যস্ত কৃষি জমি ২৫·৪৮ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টিত
- 'অপারেশন বর্গা'-র মাধ্যমে **নথিভুক্ত** বর্গাদারদের সংখ্যা ১৪·৯১ লক্ষ
- এরাজ্যেই প্রথম **স্বামী ও স্ত্রীর** নামে যৌথ পাট্টা চালু করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত এমন যৌথ পাট্টার সংখ্যা **৪·২৮ লক্ষ**
- পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে **সাক্ষরতা** অভিযান চালানোর ফলে এরাজ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ **শতাংশ হয়েছে**
- মৎস্য উৎপাদনের **ক্ষেত্রে এরাজ্যের** স্থান সবার উপরে, মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ, গোষ্ঠীকে বীমার **আওতায়** আনা, পেনশন চালু করার মতো কর্মসূচী গ্রহণ
- বন সুরক্ষা কমিটি **ও** পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রান্তিক বাসিন্দাদের সামিল করার কাজ চলছে
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের মাধ্যমে উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণ
- ভূমিসংস্কারকে ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে সেচ, উন্নত বীজ ও সারের ব্যবহারের ফলে রাজ্যের কৃষি উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

তাই এ রাজ্য এখন কৃষিতে প্রথম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমৃদ্ধিশালী স্বনির্ভর গ্রামবাংলাই আমাদের লক্ষ্য

Rs. Six Only

Editor : ANIL BISWAS
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street,
Calcutta-700016